

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৩৩০৭

আগরতলা, ৮ অক্টোবর, ২০২৬

ত্রিপুরা মাংস উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়েছে, দুধ, ডিম ও মাছ
উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হতে এগিয়ে চলেছে : প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

আমাদের দেশে জিডিপি-র ২০ থেকে ২২ শতাংশ আসে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি থেকে। এর মধ্যে প্রাণীপালন অন্যতম। আমাদের রাজ্য প্রাণীপালনে আজ অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে প্রাণীপালনের মাধ্যমে বিশেষ করে এর সঙ্গে যুক্ত গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক মান কিভাবে আরও উন্নত করা যায় সে লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস আজ প্রজ্ঞাভবনে প্রাণীপালন, জীবনজীবিকা ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষ গুরুত্ব শীর্ষক একদিনের জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন ও দ্য নাজ এর সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক, কর্মচারি ও স্বসহায়ক দলের সদস্য ও সদস্যা অংশ নেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, আমাদের রাজ্য হাঁস, মোরগ, শূকর ও গাভীপালনে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। ত্রিপুরা মাংস উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়েছে। দুধ, ডিম ও মাছ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশনের মাধ্যমে অনেক যুবক-যুবতী স্বাবলম্বী হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে গ্রামীণ মহিলাদের প্রাণীপালনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রাজ্যে ৫০ হাজারের অধিক স্বসহায়ক দল রয়েছে। এতে প্রায় ৫ লক্ষ মহিলা যুক্ত রয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রাণীপালনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী গোধান প্রকল্প, এনএলএম লাইভস্টক ইনস্যুরেন্স প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালন সম্মান নিধি, কেসিসি, ত্রিপুরা রুর্যাল ইকোনোমিক গ্রোথ এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রোডাক্ট ইত্যাদি প্রকল্প চালু রয়েছে। রাজ্যে পশু সখী, মৎস্য সখী ও ব্যাঙ্ক সখী রয়েছেন। তারা আজ মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছেন। শূকর ও ছাগল পালনের জন্য এখন পর্যন্ত ১০০০টি মহিলা প্রোডাকশন গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপকে ৫০ হাজার টাকা করে অফিস তৈরীর জন্য ও ৬ লক্ষ টাকা করে ব্যবসা করার জন্য সহায়তা করা হয়েছে। তারা যাতে ২০২৯ সালের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন। তিনি বলেন, রাজ্যের ৫৮টি ব্লকে মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু রয়েছে।

*****২য় পাতায়

(২)

তিনি বলেন, পশু খাদ্যের মান নির্ণয় করতে রাজ্য সরকার এবছর একটি ফিড অ্যানালাইটিক ল্যাব চালু করবে। এছাড়া এবছর উজান অভয়নগরের প্রাণী হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট চালু করা হবে। তিনি প্রাণীপালনে কৃত্রিম প্রজনন, টিকাকরণ ও পশু বীমাকরণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলা সশক্তিকরণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশে প্রায় ১০ কোটি মহিলা স্বসহায়ক দলে যুক্ত রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৩ কোটি লাখপতি দিদি রয়েছেন। দেশে মহিলাদের জন্য ১২ কোটি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। ৫২ কোটি মহিলা জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। ৪ কোটি মহিলা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পাকাঘর পেয়েছেন। ১২ কোটি মহিলা প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাসের সংযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার প্রয়াস নিয়েছেন। এলক্ষ্য পূরণে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশেষ সচিব এস প্রভু। এছাড়া বক্তব্য রাখেন নীতি আয়োগের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব রোহিত কুমার, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব চরণজিৎ সিং প্রমুখ। অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন ও দ্য নাজ এর সাফল্যের চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আয়োজিত হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনটি টেকনিক্যাল সেশন। এতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ৫ জন দিদির মধ্যে লাইভস্টক ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এছাড়া যে ৬ জন মহিলা প্রাণীপালনের মাধ্যমে ভাল আয় করেছেন তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও স্বসহায়ক দলের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন ও স্বউদ্যোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের প্রশংসা করেন। সম্মেলনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. এন কে চঞ্চল সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ‘দ্যা নাজ’ এর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং চিফ প্রোগ্রাম অফিসার জন পল।
